

অস্বাভাবিক ডাবনা - ১

সংশয়ই (Doubt) বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার একমাত্র চাবিকাঠি। হাউএভার, দেয়ার ইজ নো শর্ট কাট ওয়ে ইন সায়েন্স! ইট অলওয়েজ প্রগ্রেস স্টেপ-বাই-স্টেপ।

আমার গত আর্টিকলে (http://www.mukto-mona.com/Articles/raihan/murtaad_kotha.pdf) প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, হাদিসকে যদি ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করা না হইতো তাহলে আজ খৃষ্টানদের মত মুসলিমরাও ওপেন স্টেজে কোরান ও মুহাম্মদকে নিয়ে ফ্রিলি ডিবেট করতে পারতো। কিন্তু **একমাত্র বাধা** হয়ে দাড়িয়েছে **হাদিস**। **হাদিস** না থাকা মানে **কল্লাকাটা ফতুয়াবাজ** না থাকা; আর কল্লাকাটা ফতুয়াবাজ না থাকা মানেই যে কেহ **লুকোচুরি** না করে ফ্রিলি ধর্ম নিয়ে সমালোচনা করতে পারা। এ আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার। কেহ যদি আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন সেক্ষেত্রে দয়া করে আমার চ্যালেঞ্জ-২ (http://www.shodalap.com/R_challenge2.pdf) খন্ডন করুন। চ্যালেঞ্জ-২ খন্ডন করতে গেলেই রিয়্যালিটি বুঝতে পারবেন। এর পরও যাদের মুরতাদের শাস্তি নিয়ে সামান্যতমও সংশয় আছে তাদের সেই সংশয়কে আমি **এক্ষুনি** দূর করতে চাই।

নীচের আয়াতটি মুরতাদের (Apostates) শাস্তির উপর সকল প্রকার হাদিস এবং (কল্লাকাটা) ফতুয়াকে একদম ম্লান করে দেয়!!!

4.137. PICKTHAL: Lo! those who **believe**, then **disbelieve** and then (again) **believe**, then **disbelieve**, and then increase in **disbelief**, Allah will never pardon them, nor will He guide them unto a way.

মানুষের বিশ্বাস **ফ্লিপ-ফ্লপ** করতেই পারে। আয়াতটি নর্মাল স্টেটে মানুষের বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস নিয়ে কথা বলছে। এই আয়াত অনুযায়ী, একজন মানুষকে Continuously বেঁচে থাকতে হবে বার বার বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী হওয়ার জন্য। মানুষকে সম্পূর্ণ ফ্রিডম দেওয়া হয়েছে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস নিয়ে খেলা করার জন্য (It absolutely makes sense to the people who have doubt), তবে ফলাফলও বলে দেওয়া হয়েছে। শুধুই অবিশ্বাস করার জন্য কোরানে কোন রকম পার্থিব শাস্তির বিধান রাখা হয় নাই। কৃষ্টাল ক্লিয়ার। এর পরও যুগে যুগে যারা ফতুয়া দিয়ে এসেছে এবং যারা বিষয়টি নিয়ে পানি ঘোলা করে এসেছে তাদের উদ্দেশ্য আর যাই হোক না কেন মানুষের ভালোর জন্য যে ছিল না এটা নিশ্চিত!

যে কোন ডাউটফুল বিষয় নিয়ে ইন্টারপ্রিটেশন-রি-ইন্টারপ্রিটেশনের দরজা কখনও বন্ধ হয়ে যায় না। পাঠক, নীচের দুটি ডকুমেন্ট যারা পড়েছেন তারা নিশ্চয় ইতোমধ্যে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন। বিজ্ঞান কিন্তু শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে স্টেপ-বাই-স্টেপ এভাবেই এগিয়েছে। দেখুন, নীচের আলাদা দুটো ডকুমেন্টের মধ্যে ভালো মিল আছে। বিশেষ করে প্রচলিত নামাজ সহ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে।

1. Qur'an does not identify the ritual of *Namaz* [an Iranian word], which the Muslims are practicing the world over

<http://www.vinnomot.com/AbulBashar/FateNmajRitual.htm>

2. The Hijacking of Islam

http://www.mukto-mona.com/Articles/raihan/Hijacking_Of_Islam.pdf

ডকুমেন্ট-১ থেকে জানা যাচ্ছে যে সবগুলো ফেহাস হাদিসের অথার ইরানীয়ান!!!

1. Imam [Bukhari](#) was born in the city of Burkhara, [Iran](#), and died in Summerkund, Iran.
2. Imam [Muslim](#) was from the city of Nisha Pur, [Iran](#).
3. Imam [Tirmazi](#) lived in the city of Tarmind, [Iran](#).
4. [Abu-Dawood](#) was from the city of Seestan, [Iran](#).
5. [Ibn-e-Maja](#) was from northern [Iran](#), the city of Qizween.
6. [Imam Abdur Rahaman Nassai](#) was from the east of [Iran](#). He was born in Nassa, a small town located in the Khurasan province.

জানেন নিশ্চয়, FFI ওয়েব সাইটও একজন ইরানী পরিচালনা করেন (faithfreedom.org)। কিছু মিল কি খুঁজে পাচ্ছেন? কাকতালীয়ও হইতে পারে! যাহোক, যে কারণে ইরানীয়ানরা হাদিস রচনা করেছিলেন ঠিক সেই কারণে কিনা জানা নেই তবে মূলতঃ হাদিসগুলোর উপর ব্যাসিস করেই FFI ওয়েব সাইট ইসলাম ইরাডিকেশনের প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। আ বিগ প্রজেক্ট। FFI ওয়েব সাইট প্রফেট মুহাম্মদকে সর্বকালের নিকৃষ্ট একজন মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে এবং তা সম্ভব হয়েছে সেই ইরানীদের লিখা গ্রন্থ দিয়েই! কিছু অনুমান করা যায় কি?

আমি নিজেই একজন ইসলাম ধর্মের কঠিন সমালোচক! সমালোচনার তো অবশ্যই দরকার আছে। কিন্তু একটি ধর্মের সমালোচনা করা আর পুরো ধর্মকে (এমনকি সেই জাতীকে) ইরাডিকেশনের প্রজেক্ট হাতে নেওয়া এক হইলো কিনা ভেবে দেখার বিষয় বটে।

অসম্ভব রকমের হাজারো কাহিনী দিয়ে গাদা গাদা হাদিস গ্রন্থগুলো ভরে রাখা হয়েছে যেগুলোকে ডিফেন্ড করতে যেয়েই মুসলিমদের লাইফ শেষ! কোরানে হাত দেওয়ার সময় কোথায়? মেজরিটি মুসলিমদের শ্বয়নে-স্বপনে-জাগরণে কোরানের চেয়ে হাদিসের রিফ্লেকশনই বেশী। কিছু নমুনা দেখুন:

কল্লাকাটা ফতুয়া, মিলাদ-মাহফিল, উরশ-মোবারক, ঈদুল-ফিতর, ঈদুল-আজহা, ঈদে-মিলাদুনবী, শবে কদর, শবে বরাত, শবে মেরাজ, মহররম, আশুরা, রিচুয়াল পাঁচ ওয়াস্ত নামাজ (বিশেষ করে সুন্নত, নফল, বেতের), রিচুয়াল কুরবানী, দোয়া-দরুদ, তাবিজ-তুম্বা, কিছু না বুঝেই সকাল-সন্ধ্যা কোরান তেলোয়াত, অসংখ্য খুনটুসি আরো অ-নে-ক ... অ-নে-ক ... অ-নে-ক! এগুলির প্রায় ৯৯% (guess) হাদিস থেকে এসেছে!

হ্যাঁ, এগুলিই মেজরিটি সাধারণ মুসলিমদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। ‘সাধারণ মুসলিম’ কথাটা এজন্য বললাম যে কল্লাকাটা ধর্মব্যবসায়ীরা এসব থেকে ফায়দা লোটে, সুতরাং তাদের জন্য এগুলি বরং ‘আশীর্বাদ’! অর্থাৎ, মেজরিটি মুসলিমদের জন্য যেটা অভিশাপ, ঠিক সেটাই আবার কল্লাকাটা ধর্মব্যবসায়ীদের জন্য ‘আশীর্বাদ’! এবার বুঝতে পেরেছেন তো ঘটনাটা কি? সুতরাং বুঝতেই পারছেন, কল্লাকাটা ধর্মব্যবসায়ীরা এসব গুমোর জেনে শুনেও কখনও সাধারণ মানুষের কাছে ফাঁস করবে না।

প্রিয় পাঠক, রিলিজিয়াস যদি হতেই হয়, হাদিস বেজ্‌ড সকল রিচুয়াল এবং খুনটুসিগুলো কিছুক্ষনের জন্য হলেও মন থেকে ডিলিট করে কোরান বেজ্‌ড লাইফ লিড করা শুরু করুন

তারপর দেখুন লাইফ কতটা মিনিংফুল, কতটা সিম্পল। হোয়াই নট ট্রাই ওয়ান্স? তবে এ কথা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে একজন মানুষের পক্ষে কোন একটি ধর্মগ্রন্থের সবকিছু ফলো করা সম্ভব নয়। কমনসেন্স দিয়ে বেছে নিতে হবে কোনগুলি নিজের এবং মানুষের উপকারে আসবে। আমি সিওর যে মানুষের উপকারে আসবে এরকম অনেক কিছুই পেয়ে যাবেন কোরান থেকে, আফটার অল্ যে কোন ধর্মগ্রন্থ থেকেই। এ টু রিলিজিয়াস ম্যান ক্যানোট বি সেল্ফিস!

আমি স্ট্রোংলি বিশ্বাস করি যে এই বিশাল হাদিস গ্রন্থগুলো যদি না থাকতো এবং মুসলিমরা শুধু কোরান নিয়ে গত ১৪০০ বছর ধরে চর্চা, ডিবেট, ইন্টারপ্রিটেশন-রি-ইন্টারপ্রিটেশন চালিয়ে যেত তাহলে এতদিনে তারা একটি ভালো টলার্যান্ট এবং উন্নত অবস্থানে পৌঁছে যেতে পারতো।

একদিকে যেমন হাদিস গ্রন্থগুলি মুসলিমদের প্রচণ্ড রকমের এ্যাম্বারাসমেন্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে আরেকদিকে আবার তাদের মনে হাদিস সম্বন্ধে বিশাল এক বদ্ধ ধারণা গুঁজিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা থেকে তারা একদমই বের হতে পারছে না! কোরান নিয়ে ডিবেট/চিন্তা করার সময় কোথায়?

পাস্ট ইজ্ পাস্ট, মুসলিমদের এম্ফুনি উচিত হাদিস গ্রন্থগুলোকে ধর্ম থেকে আলাদা করে শুধু ইতিহাসের দলিল হিসেবে ডিক্লেয়ার দেওয়া। এখানে এ্যাম্বারাসমেন্টের কিছুই নেই। কারণ খুব সিম্পল। হাদিস গ্রন্থগুলো প্রফেট মুহাম্মদের অনুমতি নিয়ে কম্পাইল করা হয় নাই (সত্য বা মিথ্যা যেটাই হোক না কেন)। এগুলো শুধুই এখন ইতিহাস, কারণ এই গ্রন্থগুলোর অথার প্রফেট মুহাম্মদ নিজে নয়।

যে কোরান হওয়ার কথা ছিল মানুষের জন্য একটি ইন্সপাইরেশনাল গ্রন্থ সেই কোরানকে গাদা গাদা হাদিসের সাথে মিশ্র করে মুসলিমরা শত শত বছর ধরে কিছু রিচুয়াল এবং খুনটুসি নামের অন্ধ কুপের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে! আর কিছু মানুষ এই ‘সিনারিও’ দেখে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে বরং মজা দেখছে এবং বিদ্রূপ করছে! ইজ্ দিস্ কল্ড হিউম্যানিটি, হু নোজ!

আমার জানামতে (ভুল হলে মাফ চাই!) কোরানে এমন কোন আয়াত নেই যেখানে বলা আছে যে প্রফেট মুহাম্মদ নিজে অন্ততঃ একজন মানুষকে হত্যা করেছে। অথচ হাদিস পড়লে দেখা যায় যে প্রফেট মুহাম্মদ নিজে এবং তার সাহাবীরা শত শত মানুষ হত্যা করেছে এবং অনেককে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছে। চিন্তার বিষয় নয় কি? নীচের ‘সহী’ হাদিস দুটি লক্ষ্য করুনঃ

Vol. 7 No. 589: "A group of people from the Oreyneh and Oqayelh tribes came to the prophet to embrace Islam, the prophet advised them to drink the urine of the camels. **Later on when they killed the prophet's shepherd, the prophet seized them, gouged out their eyes, cut their hands and legs, and left them thirsty in the desert to die.**"

Vol. 8 No. 795: The Prophet cut off the hands and feet of the men belonging to the tribe of 'Uraina and did not cauterize (their bleeding limbs) till they died.

একদল মানুষ আসলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে আর প্রফেট মুহাম্মদ তাদের উটের মুত্র খেতে বললেন!!! হোয়াট্ আ ফান্! পাগল-ছাগল নাকি! তারপর যদিও তারাই প্রথমে

মুহাম্মদের শেফার্ডদের হত্যা করেছে তথাপি মুহাম্মদের চরম রুথলেস আচরণটা দেখুন (সমালোচকরা বলে রুথলেস টাইর্যান্ট, কিন্তু তাদের তো দোষ দেওয়া যায় না)! একজন মানুষের পক্ষে এরকম রুথলেস আচরণ কি করে সম্ভব, তাও আবার প্রফেট? কোরানের সাথে চরম কন্ট্রাডিকটরি মনে হয় না? এরকম আরো অ-নে-ক ‘সহী’ হাদিস আছে!

নীচের পয়েন্টগুলো ভেবে দেখতে পারেনঃ

- প্রফেট মুহাম্মদের মৃত্যুর পর প্রায় দীর্ঘ ২৫০ বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ ২৫০ বছরে একটি মাত্র হাদিস-গ্রন্থ নেই যেটা কোন সৌদি অথার লিখেছেন। অথচ ২৫০ বছর পর এসে হঠাৎ করে ধমাম্ম হাদিস-গ্রন্থ বের হওয়া শুরু হইলো ইরানিয়ানদের থেকে। আশ্চর্যজনক মনে হয় না?
- প্রফেট মুহাম্মদের সবচেয়ে প্রিয় ওয়াইফ আয়েশাকে (হাদিস) নিয়ে সামান্য কিছুও কোরানে লিখা নেই অথচ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক ছিল।
- আয়েশার সাথে প্রায় ৯ বছর ঘর সংসার করার পরও আশ্চর্যজনকভাবে কোন সন্তান নেই!
- একদিকে যেমন কেহ লজ্জা ঢাকতে যেয়ে আয়েশার বয়স ৯ থেকে ১৯-এ উন্নীত করছে আরেকদিকে আবার কেহ ৯ বছরের আয়েশাকে ফুলে-ফেঁপে বিশাল এক মহিলা বানিয়ে ফেলছে!
- অথচ কেহই আয়েশার অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছে না! সত্যি সত্যি কি প্রফেট মুহাম্মদের ৫৪ বছর বয়সে আয়েশা নামের ৯ বছরের এক বালিকা ওয়াইফ ছিল? পাঠক, এখনই সময় এ নিয়ে সংশয় করার।
- যে কারণে হাদিসে এই আন-ইউজুয়াল ইনফরমেশন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক অন্য এক কারণে হয়তো মানুষ এখন আয়েশাকে নিয়ে হাসি, তামাশা, আর চটি লিখে যাচ্ছে!
- নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, যাকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একজন মানুষ হিসেবে মেনে নিচ্ছেন তার পক্ষে ৫৪ বছর বয়সে মাত্র ৯ বছরের এক বালিকার সাথে (বিয়ের নামে হলেও) সেক্স করা সম্ভব কি না? প্রশ্ন করুন, আপনি নিজে এরকম একটি কাজ করবেন কি না?
- যাকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একজন মানুষ হিসেবে মেনে নিচ্ছেন তার পক্ষে মানবতার কোন উপকারে আসবে না এরকম কিছু কঠিন রিচুয়াল মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব কি না? ভেবে দেখুন ‘নামাজের’ অন্য কোন অর্থ হতে পারে কি না যেটা মানুষের উপকারে আসবে।
- এরকম আরো অনেক পয়েন্ট আছে যেগুলো সত্যি সত্যি ভাবার মত বিষয়, নয় কি?

Truth must be told no matter how bitter it is. But, it seems, some people are trying their level best to make Islam a violent religion, even if it is not so. They are trying to link everything with Islam. This is not a good sign for the humanity anyway. It will ONLY cost blood sheds that we can see!

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com